ধর্ষণ মামলায় সাবেক এসপি জহিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

সাবেক এসপি জহিরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি ও মাগুরার সাবেক পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। বর্তমানে তিনি ওএসডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সোমবার (২৭ জুলাই) ঢাকার ১ নম্বর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মুনতাসির আহমেদ এ আদেশ দেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী মো. আজমত হোসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মামলার তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে উল্লেখ করে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে প্রতিবেদন জমা দেন। সেই প্রতিবেদন আমলে নিয়ে আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে মাগুরার পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বাদীর সঙ্গে জহিরুল ইসলামের পরিচয় হয়। পরে বিভিন্ন অজুহাতে তাকে কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি। একপর্যায়ে সাবেক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বাদীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, ওই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাগুরার সরকারি বাংলোয় বাদীকে নাকফুল পরিয়ে সম্পর্কের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন আসামি। পরে ৮ মার্চ ঢাকার একটি হাসপাতালে বাদী অসুস্থ হয়ে ভর্তি হলে নিজেকে তার স্বামী পরিচয় দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন তিনি। এরপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে মাগুরার সরকারি বাংলো, অফিসের রেস্টরুম এবং ঢাকায় বাদীর বাসায় একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ঢাকায় পুলিশ সদর দপ্তরে বদলি হওয়ার পরও সাবেক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বাদীকে বিয়ে করার আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৩ জুলাই বাদী বিয়ের জন্য চাপ দিলে আসামি অস্বীকৃতি জানান এবং আইনগত ব্যবস্থা নিলে ক্ষতির হুমকি দেন বলেও মামলায় দাবি করা হয়।

এ ঘটনায় ২০২৫ সালের ১৫ জুলাই ভাটারা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার পাশাপাশি পুলিশ সদর দপ্তরের আইজিপির কাছেও লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। পরে একই বছরের ১৫ মার্চ ঢাকার জজ আদালতের সামনে আসামি পুনরায় বিয়েতে অস্বীকৃতি জানিয়ে হুমকি দেন বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ২০ মে ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করা হয়। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। পরে ১৪ জুলাই স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হক তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার কথা জানান।